দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/11/83 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

041

মুসলিম দেশের শিক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধ থাকতে হবেঃ শিক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশ মুসলিম দেশসমূহে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের সন্নিবেশ ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মালদ্বীপবাসীদের এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে শিক্ষা ও ধর্মমন্ত্রী ডঃ আবদুল মজীদ খান একথা বলেন।

মন্ত্রী মালদ্বীপে চার দিনব্যাপী এক সম্মেলনে যোগদান শেষে গতকাল ঢাকায় ফিরে একথা বলেন। খবর বাসসের।

মন্ত্রী বলেন, মুসলিম দেশসমূহের 'পরিচয়ের সংকট' মোকাবিলা করা এবং নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 'একটি বিকল্প আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির' লক্ষ্যে এই

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

মালেতে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনের বিষয় ছিল 'দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম'। সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, লিবিয়া, শ্রীলংকা, মরিশাস, হংকং, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও বর্মার মন্ত্রী, পন্ডিত ও কর্মকর্তারা যোগ দেন।

মন্ত্রী বলেন, এসব দেশে ইসলামে মুসলমানদের দৃঢ় আস্থা এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক বিষয়ের অভাব এই দুয়ের মধ্যে সংঘাতের ফলেই বর্তমানে মুসলমানদের পরিচিতির সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

জনাব খান বলেন, 'মুসলমানগণ ইসলামের জন্য তাদের জীবন দান করতে পারেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করেন না।"

তিনি বলেন, 'সমস্যাটি হল এই যে আমরা বর্তমান দিনে সমস্যার জন্য সপ্তম শতকের সমাধান সুপারিশ করি।' কিন্তু মহানবী নিজেও এই নীতি অনুসরণ করেননি। তিনিও নতুন সমাধান দিয়েছেন।

মন্ত্রী বলেন, ইসলাম হচ্ছে সব চাইতে সমসাময়িক ধর্মগুলোর একটি, যাতে 'বর্তমান সংকটের জন্য বর্তমান সমাধানের' ব্যবস্থা রয়েছে।

মন্ত্রী জানান যে সম্মেলনে বাংলাদেশের পুনর্বিন্যস্ত শিক্ষা নীতি ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং ইসলামী আদর্শ সমুন্নত রাখার নীতি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।